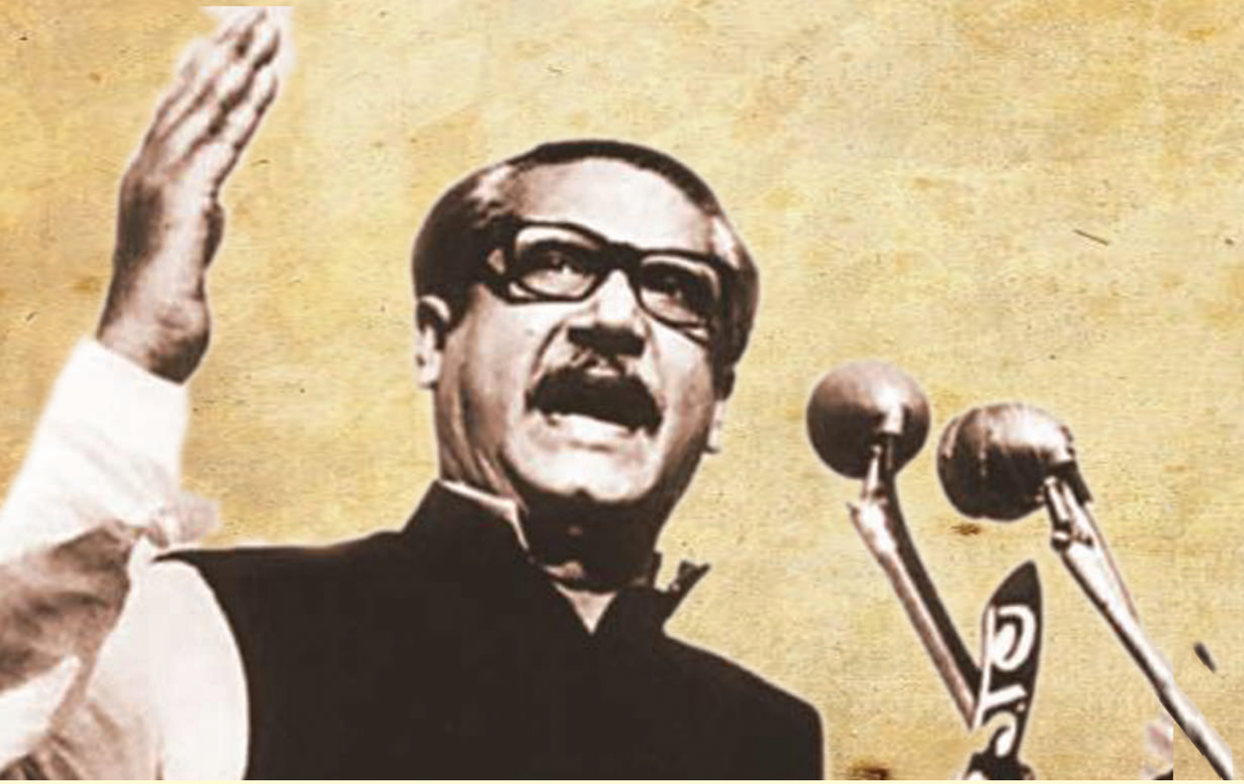

# ৭ই মার্চ

## যে ভাষণ দোলা দেয় কোটি প্রাণে প্রতিনিয়ত

# 7th March

## The Speech that still vibrates the heart of millions

ভায়েরা আমার,
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন-আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক

My brothers,
I have come before you today with a heart laden with sadness. You are aware of everything and know all. We have tried with our lives. And yet the sadness remains that today, in Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur the streets are soaked in the blood of my brothers. Today the people of Bengal desire emancipation, the people of Bengal wish to live, the people of Bengal demand that their rights be acknowledged.
What wrong have we committed? Following the elections, the people of Bangladesh entrusted me and the Awami League with the totality of their electoral support. It was our expectation that the Parliament would meet, there we would frame our Constitution, that we would develop this land, that the people of this country would achieve their economic, political and cultural freedom. But it is a matter of grief that today we are constrained to say in all sadness that the history of the past twenty three years has been the history of a persecution of the people of Bengal, a history of the blood of the people of Bengal. This history of the past twenty three years has been one of the agonising cries of men and women.

The history of Bengal has been a history where the people of this land have made crimson the streets and highways of this land with their blood. We gave blood in 1952. In 1954, we won the elections and yet were not permitted to exercise power. In



ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম- আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো,

1958, Ayub Khan imposed Martial Law and kept the nation in a state of slavery for ten long years. On 7 June 1966, as they rose in support of the Six-Point movement, the sons of my land were laid down in gunfire. When Yahya Khan took over once Ayub Khan fell in the fury of the movement of 1969, he promised that he would give us a Constitution, give us democracy. We put our faith on him. And then history moved a long way, the elections took place. I met President Yahya Khan. I appealed to him, not just as the majority leader in Bengal but also as the majority leader in Pakistan, to convene the National Assembly on 15 February. He did not pay heed to my appeal. He paid heed to Mr. Bhutto. And he said that the assembly would be convened in the first week of March. I went along with him and said we would sit in the parliament. I said that we would discuss matters in the Assembly. I even went to the extent of suggesting that despite our majority, if anyone proposes anything that is legitimate and right, we would accept his proposal.

Mr. Bhutto came here. He held negotiations with us, and when he left, he said that the door to talk had not closed, that more discussions would take place. After that, I spoke to other political leaders. I told them to join me in deliberations so that we could give shape to a Constitution for the country. But Mr. Bhutto said that if members elected from West Pakistan came here, the Assembly would turn into a slaughter house. He

দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয় উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি, কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপরে দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার,
২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারেনা। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত

warned that anyone who went to the Assembly would end up losing his life. He issued dire warnings of closing down all the shops from Peshawar to Karachi if the Assembly Session went ahead. I said that the Assembly Session would go ahead. And then, suddenly, on the first of March the Assembly Session was put off. Mr. Yahya Khan, in exercise of his powers as President, had called the National Assembly into Session; and I had said that I would go to the Assembly. Mr. Bhutto said he would not go. Thirty five members came here from West Pakistan. And suddenly the Assembly was put off. The blame was placed squarely on the people of Bengal, the blame was put at my door. Once the Assembly meeting was postponed, the people of this land decided to put up resistance to the act. I enjoined upon them to observe a peaceful general strike. I instructed them to close down all factories and industrial installations. The people responded positively to my directives. Through sheer spontaneity they emerged on to the streets. They were determined to pursue their struggle through peaceful means.

What have we attained? The weapons we have bought with our money to defend the country against foreign aggression are being used against the poor and down-trodden of my country today. It is their hearts the bullets pierce today. We are the majority in Pakistan. Whenever we Bangalees have attempted to ascend to the heights of power, they have swooped upon us.
I have spoken to him over telephone. I told him, "Mr. Yahya Khan, you are the President of Pakistan. Come, be witness to the inhuman manner in which the people of my Bengal are being murdered, to the way in which the mothers of my land are being deprived of their sons." I told him, "come, see and dispense justice." But he conspicuously said that I had agreed to participate in a Round Table Conference to be held on 10 March. I have already said a long time ago, what RTC? With whom shall I sit down to talk? Shall I fraternise with those who have taken the blood of my people? All of a sudden, without discussing matters with me and after a secret meeting lasting five hours, he has delivered a speech in which he placed all responsibility for the impasse on me, on the people of Bengal.

My brothers,
They called the Assembly on the twenty-fifth. The marks of blood not yet dried up. I said on the tenth that Mujibur Rahman would not walk across that blood to take part in a Round Table Conference. You called the Assembly. But my demands must be met first. Martial Law must be withdrawn. All military personnel must be taken back to the barracks. An inquiry must be conducted on the killings. And power must be transferred to the elected representatives of the people. And only then shall we consider the question of whether or not to sit in the National Assembly. Prior to the fulfilment of our demands, we cannot take part in the Assembly.

নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারী, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই-তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবেনা। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমাদের রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন।

সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়াা হলো-কেউ দেবে না। শোনেন-মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবেঙ্গলি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালী টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন।

I do not desire the office of Prime Minister, we wish to see the rights of the people of this country established. Let me make it clear, without ambiguity, that from today, in Bangladesh, all courts, government offices and educational institutions will remain closed for an indefinite period. In order that the poor do not suffer, in order that my people do not go through pain, all other activities will continue, will not come within the ambit of the general strike from tomorrow. Rickshaws, horse carriages, trains and river vessels will ply. The Supreme Court, High Court, Judge's Court, semi-government offices, WAPDA, -nothing will work. Employees will collect their salaries on the twenty-eighth. But if the salaries are not paid, if another bullet is fired, if any more of the people are murdered, it is my directive to all of you: turn every house into a fortress, resist the enemy with whatever you have. And for the sake of life, even if I am not around to guide you, direct you, close off all roads and pathways.

We will strive them into submission. We will submerge them in water. You are our brothers. Return to your barracks and no harm will come to you. But do not try to pour bullets into my heart again. You cannot suppress seventy five million people. Now that we have learnt to die, no power on earth can keep us in subjugation. For those who have embraced martyrdom, and for those who have sustained injuries we, the Awami League will do all we can to relieve their tragedy. Those among you who can please lend a helping hand through contributing to our relief committee. The owners of industries will make certain that the wages of workers who have taken part in the strike for the past week are duly paid to them.

I shall tell employees of the government, my word must be heard, and my instructions must be followed. Until freedom comes to my land, all taxes will be held back from payment. No one will pay them. Bear in mind that the enemy has infiltrated to cause confusion and sow discord among us. In our Bengal, everyone, be he a Hindu or Muslim, Bangalee or non-Bangalee, is our brother. It is our responsibility to ensure their security. Our good name must not be sullied. And remember, employees at radio and television, if radio does not get our message across, no Bangalee will go to the radio station. If television does not put forth our point of view, no Bangalee will go to television, Banks will remain open for two hours to enable people to engage in transactions. But there will be no transfer of even a single penny from East Bengal to West Pakistan. Telephone and telegram services will continue in East Bengal and news can be dispatched overseas. But if moves are made to exterminate the people of this country, Bangalees must act with caution.

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো–এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

**এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম**
**এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।**
**জয় বাংলা।**

In every village, every neighbourhood, set up Sangram Parishad (action committee) under the leadership of the Awami League. And be prepared with whatever you have. Remember: Having mastered the lesson of sacrifice, we shall give more blood. God willing, we shall free the people of this land.

**The struggle this time is a struggle for emancipation.**
**The struggle this time is a struggle for independence.**
**Joy Bangla!**

৭ই মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু

7th March 1971, Bangabandhu delivering speech at Racecourse Ground

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার:**
জেলা ব্র্যান্ডিং গোপালগঞ্জ